কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের অভিযোগ সেই বাকেরের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের অভিযোগ উঠেছে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরশুতি গ্রামের বিদেশ ফেরত সেই বাকেরের বিরুদ্ধে। রবিবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরশুতি গ্রামের মৃত আয়ুব আলী খানের ছেলে হোসেন আলীর পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় ৩০/৪০ হাজার টাকার মাছ ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে জানায় ভুক্তভোগী। ঘটনার সুষ্ট বিচার চেয়ে আদালতে মামলা করবেন বলে জানান তিনি।

ভুক্তভোগী হোসেন আলী জানান, গত এক মাস পূর্বে আমার নিজ নামীয় ১ বিঘা জমিতে থাকা পুরাতন পুকুর পূনঃরায় সংস্কার করি। এর মধ্যে পুকুর সংস্কারে বাধা হয়ে দাড়ায় একই এলাকার বিদেশ ফেরত বাকের আলী। পুলিশি হয়রানী সহ বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি এমনকি আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এরমধ্যে গতএক সপ্তাহ পূর্বে ওই পুকুরে নতুন করে বিভিন্ন প্রজাতির চাষকৃত মাছ অবমুক্ত করা হয়। রবিবার সকালে পুকুরে যেয়ে দেখতে পায় মাছ মরে পানিতে ভাষছে। শত্রুতা করে রাতে আমার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে বাকের ও তার ভায়েরা এই মাছ মেরেছে। তিনি জানান, বিষ প্রয়োগ ছাড়া পুকুরের সব মাছ এক সাথে মরতে পারে না।

এদিকে অভিযুক্ত বাকের আলী জানান, কখন কিভাবে পুকুর কেটে মাছ ছাড়ছে এবিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন জানান, মাছ মারার বিষয়ে কোন অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পানের বরজ পরিদর্শনে এমপি চঞ্চল

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামে শুক্রবার সকালে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পানের বরজে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকান্ডে বেশ কয়েকটি পানের বরজ ক্ষতি গ্রস্থ হয়। এতে কয়েক লক্ষ টাকার পান পুড়ে ছায় হয়ে যায়।

রবিবার বিকালে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যডঃ শফিকুল আজম খানঁ চঞ্চল জালালপুর গ্রামে ঘটনাস্থলে যেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ পানের বরজ গুলি পরিদর্শন করেন এবং বরজ মালিকদের সাথে কথা বলেন। এসময় তিনি ক্ষতিগ্রস্থ বরজ মালিকদের পাশে থাকার আশ^◌াস দিয়ে বলেন তাদের জন্য সব কিছু করা হবে।

এ সময়তাঁর সাথে ছিলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম বাবলু, অধ্যাপক ফারজেল হোসেন, রবিউল ইসলাম ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম প্রমূখ।

দামুড়হুদায় বিবাহিত-অবিবাহিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সংখ্যালঘু বিবাহিত-অবিবাহিতদের মাঝে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দুই দলের খেলায় নির্ধারিত সময়ে উভয় দল ১-১ গোলে করে খেলাটি অমিমাংশিত ভাবে শেষ হয়।

দামুড়হুদা দাশপাড়া যুবসমাজের আয়োজনে ট্রাইবেকারে বিবাহিত দল ৩-

২গোলে অবিবাহিত দল কে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায়।

খেলায় রেফারির দায়িত্বে ছিলেন সহিদ আজম সদু, নুরুল হক, ইখতিয়ার হোসেন।

খেলা শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন গোল্ডেনস্টার ক্লাবের সভপতি নওশাদ আলি। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ন সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, সাংবাদিক তানজির ফয়সাল, এমআই মিরাজ।

এছাড়াও জাকির হোসেন, আতর আলি, ইমরান, বিমল, তুষার, আবু সামা, আনন্দ দাশ, মতি দাশ, আশা, ইমান আলি, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বিলুপ্তির পথে বাবুই পাখির বাসা

দামুড়হুদায় বিলুপ্তির পথে বাবুই পাখির বাসা। দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও তার সুদর্শন বাসা। এক সময় এসব বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই ছিল না, মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগাত এবং আত্মনির্ভশীল হতে উৎসাহ দিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে ও পরিবেশে বিপর্যয়ের কারণে পাখিটি আমরা হারাতে বসেছি। একসময় গ্রাম-গঞ্জের তাল, নারিকেল ও খেজুর গাছে এরা বাসা বেঁধে থাকতো। প্রকৃতি থেকে তাল আর খেজুর গাছ বিলুপ্ত হওয়ায় বাবুই পাখিও হারিয়ে যেতে বসেছে।

একসময় দামুড়হুদা তিন প্রজাতির বাবুই পাখি দেখা যেত। দেশি বাবুই, দাগি বাবুই ও বাংলা বাবুই। তবে বাংলা ও দাগি বাবুই এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কিছু দেশি বাবুই দেখা যায়,তবে বাসা তৈরির জন্য বাবুই পাখির প্রথম পছন্দ তাল গাছ। তাল গাছ প্রায় বিলুপ্তর সাথে সাথে দেশি বাবুই পাখি প্রায় বিলুপ্ত। বাবুইপাখি নারিকেল, সুপারি ও খেজুর পাতা, খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচিপাতা, ঝাউ ও কাশবন দিয়ে বাসা বাঁধে। বাসার গঠনও বেশ জটিল, তবে আকৃতি খুব সুন্দর। বাসা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত।

বাসা তৈরির শুরুতেই বাসায় দুটি নিম্নমুখী গর্ত রাখে। অর্ধেক বাসা বাঁধার পর তার সঙ্গীকে খোঁজে। স্ত্রী বাবুইটির পছন্দ হলে মাত্র চার দিনে বাসা বাঁধার কাজ শেষ করে। বাসার নিম্নমুখী একটি গর্ত বন্ধ করে ডিম রাখার জায়গা করে নেয়। অন্যটি খোলা রাখে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। বাসার ভেতরে-বাইরে কাদা লাগিয়ে রাখে। ফলে প্রবল ঝড়ে বা বাতাসেও টিকে থাকে বাসা। রাতে বাসা আলোকিত করার জন্য জোনাকি পোকা ধরে এনে রাখে। সাথী বানানোর জন্য কত কিছুই না করে পুরুষ বাবুই। স্ত্রী বাবুইকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে খাল-বিল ও ডোবায় গোসল সেরে ফূর্তিতে নেচে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে।

সাধারণত মে থেকে আগস্ট বাবুই পাখির প্রজনন মৌসুম। একটি পুরুষ পাখির একাধিক বাসা ও পরিবার থাকতে পারে। বাবুই পাখি দুই থেকে চারটি ডিম দেয়। স্ত্রী বাবুই ডিমে তা দেয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা ফোটে। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা উড়ে যায়। এরা মূলত বীজভোজী পাখি। তাই এদের ঠোঁটের আকৃতি সহজে বীজ ভক্ষণের উপযোগী চোঙাকার। আর ঠোঁটের গোড়ার দিকটা মোটা। এরা সাধারণত খুঁটে খুঁটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, ভাত, পোকা, ঘাস, ছোট উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু-রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

দামুড়হুদার স্থানীয় দুই সাংবাদিক তানজীর ফয়সাল ও শমসের আলী জানান, আগে সোনালি ও সবুজ রঙের বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যেত সন্ধ্যা ও সকালে। এ পাখি যেমন শিল্পী; তেমন ঘুম জাগানিয়া।বাবুই চমৎকার সুরে মানুষের ঘুম ভাঙাতো। এখন সে ভাবে আর বড় তাল আর নারিকেল গাছ দেখা যায় না। বাসা বাঁধার জায়গা না থাকায় এ পাখি বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়না,বংশ রক্ষার্থে পারি জমিয়েছেন অন্যত্র। সরকারের কৃষি ও বন বিভাগের উদ্যোগে পরিবেশ ও পাখি সংরক্ষণের জন্য তাল, নারিকেল গাছ রোপণ করা জরুরি।এছাড়াও অবৈধভাবে পাখি স্বীকার করে এ পাখি বিলুপ্ত করে থাকেন।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা জানান,উপজেলাতে ব্যাপকভাবে তালবীজ রেপন করা হয়েছে। এসকল বীজ যখন তাল গাছে পরিনত হবে। তখন বাবুইপাখি আবাসস্থল তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এছাড়া সমাজের সকলের উচিত জমির চারপাশে বা বাড়ির আঙ্গিনায় বেশি করে খেজুর ও নারিকেল গাছ রেপন করা। গাছগুলো রেপন করলে একদিকে যেমন আর্থিক সহায়তা অন্যদিকে শরীরের পুষ্টি চাহিদা যোগাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকবে।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান দৈনিক মেহেরপুর

প্রতিদিনকে বলেন, ‘এখন কৃষকরা ক্ষেতে ও বীজতলায় কীটনাশক ব্যবহার করায় বাবুই পাখি মারা যায়। বংশ রক্ষার্থে তারা এলাকা ত্যাগ করেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বাবুই পাখির বংশ বিস্তারে তাল, খেজুর ও নারকেল গাছ রোপণ করতে হবে। সেই সাথে কীটনাশকের অপব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’

মেহেরপুরে প্রকাশ্যে বোমা বিষ্ফোরণ মামলায় ২১ আসামীর আত্নসমর্পণ

মেহেরপুরে গাংনীর সাহারবাটিতে প্রকাশ্যে পাঁচটি বোমা বিষ্ফোরনের আওয়ামীলীগের দু’পক্ষের মামলায় এক পক্ষের ২১ জন আসামী আদালতে আত্নসমর্পণ করেছেন। আজ (২৩ মে) রবিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম রাফিয়া সূলতানার আদালতে তারা আত্নসমর্পণ করেন। আদালতের কাছে আত্নসমর্পণকারীদের জামিন আবেদন করা হলে বিজ্ঞ আদালতের বিচারক তাদের জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।
মামলায় বাদী পক্ষের শুনানীতে আইনজীবী ছিলেন এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও কোর্ট পরিদর্শক (সিএসআই) গোলাম মহাম্মদ । আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম।

মামলা সুত্রে জানাগেছে, গত ২৪ এপ্রিল সকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল ও নৌকা মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সমর্থকদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় পাঁচটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। আহত হয় উভয় পক্ষের চারজন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা দায়ের করেন। চেয়ারম্যান পক্ষে মাবিয়া মলদারের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ২৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা করেন । মামলা নং-২১/২০২১। অপরদিকে গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম টুটুল বাদী হয়ে ২৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন । যার মামলা নং ২২/২০২১। মামলাটি দুটি

তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় এসআই আব্দুর রাজ্জাক ও এসআই গোলাম মোস্তফাকে।

রাকিবুল ইসলাম টুটুলের দায়েরকৃত মামলার প্রথম দিনেই এক আসামী গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আতাউর রহমান টোকনসহ উভয় পক্ষে ৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করে গাংনী থানা পুলিশ। বাঁকী আসামীরা পলাতক অবস্থায় থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৭জন আসামীদের মধ্যে ২১ জন আজ আত্নসমর্পন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে একজন নিহত

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে আশাদুল হক নামের একজন পাওয়ার ট্রিলার চালক নিহত হয়েছে। রোববার (২৩ মে) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আশাদুল হক (৪২) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হানুরবাড়াদি গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত লাল মোহাম্মদের ছেলে রবিউল ইসলাম (৬৫)। আহত রবিউল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

আজ দুপুরে শ্রীকোল বোয়ালিয়া স্কুলের নিকট একটি আম বাগান থেকে পাওয়ার ট্রিলারে আম বোঝায় করে চুয়াডাঙ্গা যাচ্ছিলেন আশাদুল হক। এসময় শুরু হওয়া বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় আশাদুল হক। এসময় তার সাথে থাকা রবিউল ইসলাম আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত রবিউল ইসলামলে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। নিহত আশাদুল হকের লাশ তার নিজ বাড়িতে নেয়া হয়েছে ।

মেহেরপুর সদরের পাটাপোকায় অভিনব কায়দায় ছাগল চুরি! তিন চোর আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটাপোকা গ্রামে ছাগল চোর চক্রের তিন সদস্যকে হাতে নাতে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে সাইদুল (১৭), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার আশকারের ছেলে রাসেল (২০) এবং একই এলাকার ৮ নং ওয়ার্ডের মৃত টগর আলীর ছেলে মাসুদ (৩৫)।

ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, ইজিবাইকে যাত্রীবেশে বসে ছিল মাসুদ ও সাইদুল। রাসেল ইজিবাইক চালক। পাটাপোকা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে ছাগল চরতে দেখে তারা গাড়ি থামিয়ে একটি ছাগল তুলে নেয়। পরে বেশ কিছুদুর গিয়ে আরেকটি ছাগল দেখে তারা সেটিও গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করে। এসময় বাড়ীর ছাদে ধান শুকাচ্ছিলো শুকজান নামের এক মহিলা। গাড়ীতে ছাগল তুলতে দেখে সে চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকারে পাশ্ববর্তী লোকজন ছুটে এলে তারা ছাগল ফেলে ইজিবাইক নিয়ে পালাতে থাকে।

গ্রামের সাইদ, আলিম, সজীব ও রাসেল তাদের ধাওয়া করে কিছুদূর গিয়ে ধরে ফেলে। চোর ধরা পড়ার খবরে উৎসুক জনতা এসে তাদের ইজিবাইক ভাংচুর করে এবং তাদের গণধোলাই দিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই কামরুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের উদ্ধার করে ক্যাম্প হেফাজতে আনেন। এঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলমান ছিল। স্থানীয়রা জানান, চুরি যাওয়া ছাগল দুটি পাটাপোকা গ্রামের হামেজ উদ্দীনের ছেলে মক্কর আলী ও আতাহার আলীর ছেলে ইয়াসিন আলীর। এর আগেও গ্রাম থেকে আটটি ছাগল চুরি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে একজন নিহত

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে আশাদুল হক নামের একজন পাওয়ার ট্রিলার চালক নিহত হয়েছে। রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আশাদুল হক (৪২) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হানুরবাড়াদি গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত লাল মোহাম্মদের ছেলে রবিউল ইসলাম (৬৫)। আহত রবিউল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে শ্রীকোল বোয়ালিয়া স্কুলের নিকট একটি আম বাগান থেকে পাওয়ার ট্রিলারে আম বোঝায় করে চুয়াডাঙ্গা যাচ্ছিলেন আশাদুল হক। এসময় শুরু হওয়া বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় আশাদুল হক। এসময় তার সাথে থাকা রবিউল ইসলাম আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত রবিউল ইসলামলে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। নিহত আশাদুল হকের লাশ তার নিজ বাড়িতে নেয়া হয়েছে ।

মেহেরপুরে নতুন ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩জন, গাংনীতে ৭ জন এবং মুজিবনগরে ৮ জন রয়েছেন।
রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আজ ৪৯টি রিপোর্টের ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১৮টি পজেটিভ এবং বাকিগুলো নেগেটিভ। বর্তমানে

মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২৪ জন, গাংনীতে ১৭ জন এবং মুজিবনগরে ১৪ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ২০ জন।
বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুরে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতে পরিদর্শন

ভারত থেকে আগত বাংলাদেশীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

রবিবার দুপুরে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম মেহেরপুরের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সরজমিনে পরিদর্শন করেন। এসময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

প্রসঙ্গত, ভারত থেকে ফেরত বাংলাদেশীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহে কোয়ারেন্টাইনে নিশ্চিত করতে সরকারি নির্দেশনা রয়েছে।